সংবাদ

তারিখ ..21 DEC 2016...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ...৩......

ফেনী বিরিঞ্চি সুফিয়া নূরিয়া মাদ্রাসা

অসুস্থ শিক্ষকের স্বাক্ষর জাল ৫ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ

প্রতিনিধি, ফেনী

ফেনীর বিরিঞ্চি সুফিয়া নূরিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে একই মাদ্রাসার অসুস্থ এক শিক্ষকের স্বাক্ষর জাল করে ২৭ মাস যাবত ৫ লক্ষাধিক টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করার চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। তিনি ইতিপূর্বে দাগনভূঞা আজিজিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ থাকাকালে প্রবাসী শিক্ষকের স্বাক্ষর জাল করে ২৩ মাসের বেতন ভাতার ১,৮৮,৬৪৭ টাকা আত্মসাৎ করে নিজের দোষ স্বীকার করে পদত্যাগ করেন।

অতঃপর ২০১০ সালের শেষের দিকে শাহ মো. ইয়াছিন বিরিঞ্চি সুফিয়া নূরিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন।

জানা যায়, শাহ মো. ইয়াছিন বিরিঞ্চি সুফিয়া নূরিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভ করার কয়েক মাস যেতে না যেতেই তিনি নানা অনিয়ম ও দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে পড়েন। মাওলানা দলিলুর রহমান ওরফে বড় হুজুর বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ পেয়ে এ বিষয়ে অধ্যক্ষ শাহ মো. ইয়াছিনকে সতর্ক করলে অধ্যক্ষ বড় হুজুরের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। এ অবস্থায় ২০১৫ সালে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির মেয়াদ শেষের কয়েকদিন আগে মাওলানা দলিলুর রহমান ওরফে বড় হুজুর হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য তিনি আমেরিকা যান। এ সুযোগে অধ্যক্ষ শাহ মো. ইয়াছিন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি মাওলানা দলিলুর রহমান ওরফে বড় হুজুরকে সভাপতির পদ থেকে বাদ দিয়ে ফেনী পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মজিবুর রহমানকে সভাপতি করে নিজ অনুগতদের দ্বারা তড়িগড়ি করে একটি পকেট কমিটি গঠন করে উক্ত কমিটি অনুমোদনের জন্য মাদ্রাসা বোর্ডসহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে প্রেরণ করে। কিন্তু রাজনৈতিক মহলসহ স্থানীয় বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের হস্তক্ষেপে এ কমিটি অনুমোদন লাভে অধ্যক্ষ ব্যর্থ হয় বলে জানা গেছে।

অভিযোগ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে

অধ্যক্ষ শাহ মো. ইয়াছিনের অনিয়ম দুর্নীতির মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির অভিযোগ হচ্ছে অসুস্থ শিক্ষক ইব্রাহিম খোন্দকারের স্বাক্ষর জাল করে জালিয়াতির আশ্রয়ে ২৭ মাস যাবত সরকারি কোষাগার থেকে বেতন ভাতার ৫ লক্ষাধিক টাকা উত্তোলন করে নিয়ে তা তিনি নিজেই আত্মসাৎ করার ঘটনা। জানা যায়, উক্ত মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক ইব্রাহিম খোন্দকার ব্রেন স্ট্রোক করে গত ২৭ মাস ধরে নিজ গৃহে বিছানায় শয্যাশায়ী রয়েছেন। অর্থ অভাবে তিনি ঠিকভাবে চিকিৎসাও নিতে পারছেন না। অথচ, অধ্যক্ষ শাহ মো. ইয়াছিন ভুয়া স্বাক্ষরে প্রতি মাসে সরকারি কোষাগার থেকে গোপনে অসুস্থ শিক্ষক ইব্রাহিম খোন্দকারের বেতন ভাতার টাকা উত্তোলন করে নিজেই আত্মসাৎ করে আসছেন। অধ্যক্ষ শাহ মো. ইয়াছিন ভুয়া স্বাক্ষরে ২৭ মাসে ৫ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাত করেন বলে জানা গেছে। এছাড়া, অধ্যক্ষ শাহ মো. ইয়াছিনের অন্যান্য অনিয়ম ও দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির অনুমোদন ছাড়াই তার চাচাতো শ্যালকসহ ৩ আত্মীয় যথাক্রমে সোহেল মাহমুদ সাব্বির, জাকারিয়া মাসুদ ও আবদুল হান্নানকে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান, ৫ম, ৮ম, ১০ম ও আলিম ২য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের পুরো বছর কোচিংয়ে বাধ্য করা, সনদপত্র ও প্রত্যয়নপত্র প্রদানে ২০০ থেকে ৫০০ টাকা আদায় করা, পরীক্ষার ফরম ফিলাপে ৩ হাজার থেকে ৬ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা এবং মাদ্রাসার গভর্নিং বডির নিকট বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব না দেয়া প্রভৃতি। অভিযোগ, অতিরিক্ত আদায়কৃত টাকার কোন রসিদ দেয়া হয় না। এদিকে, অবৈধভাবে আদায়কৃত টাকা থেকে অন্যান্য শিক্ষকদের ২/১ হাজার টাকা করে দিয়ে বাকি টাকা অধ্যক্ষ নিজেই আত্মসাৎ করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে, বিরিঞ্চি সুফিয়া নূরিয়া মাদ্রাসা জেলার একটি ঐতিহ্যবাহি ও প্রাচীন দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দাবি করে স্থানীয় বাসিন্দারা এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং ভুয়া স্বাক্ষরে অসুস্থ শিক্ষকের বেতন ভাতার টাকা উত্তোলন করে আত্মসাতের অভিযোগসহ অন্যান্য অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। ফেনী সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. নুরুল আমিনের সঙ্গে কথা বললে তিনি মৌখিক অভিযোগ পেলেও লিখিত কোন অভিযোগ পাননি বলে জানান। তবে, তিনি অভিযোগ তদন্ত করে দেখবেন বলেও জানিয়েছেন। গত ১৭ ডিসেম্বর মাদ্রাসার অধ্যক্ষ শাহ মো. ইয়াছিনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি শিক্ষক ইব্রাহিম খোন্দকার দীর্ঘ সময় অসুস্থ থাকার কথা স্বীকার করলেও ভুয়া স্বাক্ষরে ওই শিক্ষকের বেতন ভাতার টাকা সরকারি কোষাগার থেকে উত্তোলন করে আত্মসাতের অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি জানান, মন রক্ষা করতে না পারা কোন কোন শিক্ষক মাদ্রাসা ও তার ব্যক্তিগত সুনাম ক্ষুণ্ন করতে এমন অপপ্রচারে নেমেছেন। তিনি অপরাপর অভিযোগও অস্বীকার করেন।